জয় 'জওয়ান'

শাহরুখের ছবির বিশ্বব্যাপী ব্যবসা তিনদিনেই ছাড়াল ৩০০ কোটি

৮

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৪ ভাদ্র ১৪৩০
৪.০০ টাকা

*

বড়জোড়া সংস্করণ

সোমবার | ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সঞ্চয়

সিনিয়র সিটিজেন স্পেশাল

৬

মেঘবৃষ্টি সর্বনিম্ন ২৭°/৩৪° সর্বাধিক

১০ পাতা

'ইন্ডিয়া'র বৈঠকের দিনই তলব

ফের ইডির চিঠি, মোদিকে একহাত অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার : ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের দিনই ইডির হাজিরার চিঠি পেয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একহাত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, 'এক ৫৬ ইঞ্চির মডেলের অন্তঃসারশূন্য ভীরু কাজ।' উল্লেখ্য, দিল্লিতে এখন জি-২০-র সম্মেলনে মধ্যমণি মোদি। সেই সম্মেলনের ফাঁকেই অভিষেককে ইডির নোটিস রীতিমতো প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মোদি সরকারকে। ইন্ডিয়া জোটের যে সমন্বয় কমিটি হয়েছে, তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন অভিষেক। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার তাদের প্রথম বৈঠকটি রয়েছে দিল্লিতে। দেখা যাচ্ছে, ওইদিনই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে চিঠি দিয়ে তলব করা হয়েছে। এ খবর রবিবার নিজেই টুইট করে জানান অভিষেক। তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়ার সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক ১৩ সেপ্টেম্বর, যে কমিটির আমিও একজন সদস্য। ইডি ওইদিনই আমাকে হাজিরা দেওয়ার নোটিস পাঠিয়েছে।'

ইতিপূর্বে যতবার কেন্দ্রীয় এজেন্সি তাঁকে তলব করেছে, প্রতিবারই দেখা করে তদন্তে সহযোগিতা করেছেন অভিষেক। বারবার তিনি বলেছেন, "যতবার ডাকবে, ততবাই যাব। তদন্তে সহযোগিতা করব।" কিন্তু পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে হেনস্তা করার চেষ্টা হচ্ছে। বস্তুত, পঞ্চায়েত ভোটের আগে অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচি যখন মধ্যগগনে, তখন তলব করা হয়েছিল তাঁকে। কর্মসূচি থামিয়ে কলকাতায় ফিরে হাজিরা দেন তিনি। এবারও দেখা গেল ইন্ডিয়া জোটের প্রথম বৈঠকে যেদিন তাঁর হাজির থাকার কথা, সেদিনই তাঁকে তলব করা হয়েছে। স্বভাবতই তাঁর টুইটে তীব্র ধিক্কার জানান অভিষেক এবং সরাসরি আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রীকে। টুইটেই এ নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, 'এই কাজ দেখে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই!' তার সঙ্গেই হ্যাশট্যাগ দিয়ে 'ফিয়ার অফ ইন্ডিয়া' লিখে দেন অভিষেক।

স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে পরপর দলের তরফে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের দিনই তাঁকে এভাবে ডাকাকে স্পষ্টতই ষড়যন্ত্র বলে মনে করছে দল। ইন্ডিয়া জোটকে ভয় পেয়েই প্রধানমন্ত্রী এভাবে তার অন্যতম সদস্য অভিষেককে আটকাতে চাইছে বলে অভিযোগ তুলেছে। প্রাক্তন সাংসদ তথা জাতীয় মুখপাত্র সুস্মিতা দেব যেমন টুইট করে লিখেছেন, 'বোঝাই যাচ্ছে এনডিএ তাদের জোটসঙ্গী ইডির উপর প্রবলভাবে নির্ভর করে রয়েছে।' আরেক মুখপাত্র তথা দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল টুইট করে লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি কোনওভাবেই আর তাঁর কাপুরুষোচিত মরিয়া ভাব লুকাতে পারছেন না। পঞ্চায়েত ভোটের আগে অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রার সময়ও ঠিক একইভাবে তাঁকে হাজিরা দিতে ডেকেছিল ইডি। তার ফল নির্বাচনেই বাংলা দিয়ে দিয়েছে। এখন মোদিজির

নয়ের পাতায়

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। —ফাইল চিত্র

'ইন্ডিয়া'-র সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক ১৩ সেপ্টেম্বর হতে চলেছে দিল্লিতে, যে কমিটির আমিও একজন সদস্য। কিন্তু ইডি ওইদিনই আমাকে হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিস পাঠিয়েছে। ৫৬ ইঞ্চি ছাতির ভীরুতা ও অন্তঃসারশূন্যতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছি না।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, তৃণমূল কংগ্রেস

বোসের চিঠি ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার : চব্বিশ ঘণ্টা পরেও রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের পাঠানো খামবন্ধ চিঠি নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল না। উল্টে রাজ্যপালের হেঁয়ালি ভরা 'মধ্যরাতের অ্যাকশন' ও তার নিশানা নিয়ে হরেক জল্পনা ডালপালা মেলেছে। শনিবার সকালে রাজ্যপাল বলেছিলেন, "আজ মধ্যরাতের জন্য অপেক্ষা করুন। অ্যাকশন কাকে বলে দেখতে পাবেন।" এরপরই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর 'এক্স' হ্যান্ডলে নাম না করে রাজ্যপালের মধ্যরাত চ্যালেঞ্জকে আক্রমণ করেন। শনিবার রাত পৌনে বারোটা নাগাদ 'গোপনীয়' চিঠি নিয়ে বিবৃতি দেয় রাজভবন। তাতে বলা হয়, "পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল দু'টি গোপনীয় চিঠিতে সই করে আজ রাতে মুখবন্ধ করে একটি নবান্নে ও একটি দিল্লিতে পাঠিয়েছেন।" যদিও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় জানানো হয়, নবান্ন এখনও রাজ্যপালের পাঠানো সেই খামবন্ধ চিঠি পায়নি। বিকাশ ভবনের সঙ্গে রাজভবনের তাল ঠোকাঠুকি চলছিলই। রাজ্যপাল-শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতিযুদ্ধের জেরে শনিবার তা চরমে ওঠে। গৈরিকীকরণের চেষ্টা করা বা উপাচার্য নিয়োগের নামে বিজেপির স্বার্থসিদ্ধি করা, রাজ্যপালের একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে অভিযোগ করেছে তৃণমূল। এদিন রাজ্যপালের চিঠির প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও এই অভিযোগগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেন। জানান, "শিক্ষামন্ত্রী প্রতিবাদ করেছেন। তাই তাঁকে টার্গেট করে কিছু করতে পারেন বলে অনুমান করছি।" কুণালের পর্যবেক্ষণ, "সংবিধান রাজ্যপালকে যা ক্ষমতা দিয়েছে, তার বাইরে গিয়ে তিনি এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছেন। বিজেপির এজেন্টের মতো কাজ করছেন। তাঁর কোনও বক্তব্য থাকলে শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে কথা বলতে পারতেন। সমস্যাগুলো মেটাতে পারতেন। আলোচনার টেবিলে সব সম্ভব। তার বদলে বিবৃতির লড়াই, প্রতিহিংসাপরায়ণতা দেখা যাচ্ছে।" তাহলে কি রাজ্যপালের সঙ্গে বারবার বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও সুপারিশ করেই মাঝরাতের জোড়া চিঠি? রাজনৈতিক মহলের অনুমান, তাঁকে অপমান করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে নালিশ জানাতেই পারেন রাজ্যপাল। কিন্তু কোনও মন্ত্রীকে শাস্তি দেওয়া বা অপসারণ করার এক্তিয়ার তাঁর নেই। নজিরও নেই। আসলে, সম্প্রতি ব্রাত্য

নয়ের পাতায়

নিউ ইয়র্কে লাদেনের হামলা

তিন বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল 'সংবাদ প্রতিদিন'

কুণাল ঘোষ

আরেকবার মনে করার এবং মনে করানোর সময়।

২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক জঙ্গি লাদেনের আল কায়েদার বিমান হানায় মার্কিন মুলুকের নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস। নিহত ২,৯৯৭, আহত ৬ হাজারের বেশি। ক্ষতি ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। সারা পৃথিবী অবাক হয়ে বলেছিল, খোদ আমেরিকার বুকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হানা, ভাবা যায় না!

কাট টু ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৮। 'সংবাদ প্রতিদিন' প্রথম পাতা। খবরের শিরোনাম 'লাদেনের জঙ্গি এজেন্টরা সদলে কলকাতায়'। ওই খবরের মধ্যেই লেখা ছিল লাদেনের টার্গেট নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা মারা। ফলে, যাঁরা ২০০১ সালে বলেছিলেন 'ভাবা যায় না' তারা ভুল বলেছিলেন। এটি একটি আন্তর্জাতিক এক্সক্লুসিভ। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর মতো বাংলা কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক দুনিয়া পাত্তা দেয়নি। বাস্তব হল, এর থেকে বড় এক্সক্লুসিভ আজ পর্যন্ত কোনও বাংলা কাগজে এমনকী, পৃথিবীর কোনও কাগজে প্রকাশিত হয়নি।

২৩ অক্টোবর, ১৯৯৮
'সংবাদ প্রতিদিন'-এ সেই খবর

লাদেনের জঙ্গি এজেন্টরা সদলে কলকাতায়
ফাঁসাচ্ছে বিজেপি

খবরটি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের একটি সূত্র। সেসময় তাঁদের কাছে খবর আসছিল কাশ্মীরে জঙ্গি জমায়েত চলছে। লাদেনের এজেন্টরাও যাতায়াত করছে। কাশ্মীর সীমান্তে প্রবল কড়াকড়ি থাকায় এই জঙ্গিরা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসছে। তারপর সীমান্ত পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে গা-ঢাকা দিয়ে থাকছে। এরপর মূলত জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস ধরে বা অন্য পথে কাশ্মীর যাচ্ছে। এরকম একটি দলকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ধরেও ফেলেন। কিন্তু, রাজ্য পুলিশকে জানালেও তখনকার পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এরকম একটি দলের কাছে আরবি ভাষায় লেখা কিছু নথিপত্র পাওয়া যায়। সেখান থেকেই জানা গিয়েছিল, লাদেনের পরবর্তী কিছু টার্গেট। যেমন ইয়েমেনে মার্কিন সেনার উপর আক্রমণ, সোমালিয়ায় মার্কিন সেনার উপর বড়সড় হানা, নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড সেন্টারে বোমা, রিয়াধে বোমা,

নয়ের পাতায়

এক ঝলক

মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃত্যু ২০০০ ছাড়াল

রাবাত : গভীর রাতের ভূকম্পে তছনছ হয়ে গিয়েছে মরক্কো। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সংবাদ সংস্থার খবর, মৃতের সংখ্যা দু'হাজার ছাড়িয়েছে। আহত দু'হাজারেরও বেশি। ৬.৮ মাত্রার এই কম্পনে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের এই ছোট পাহাড়ি দেশ। পড়শি বিভিন্ন দেশ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। ভারতের তরফেও সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে।

ফাঁসানো হয়েছে, কোর্টে চন্দ্রবাবু

অমরাবতী : গ্রেফতারির একদিন পর আদালতে পেশ করা হল অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নায়ডুকে। রবিবার ভোরে তাঁকে বিজয়ওয়াড়ার অ্যান্টি-কোরাপশন ব্যুরো (এসিবি) কোর্টে পেশ করা হয়। কোর্টে চন্দ্রবাবুর দাবি, 'রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির' জন্য মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। চন্দ্রবাবুকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অধীরের সভার পরই সমিতি 'হাত'ছাড়া

বহরমপুর : শুক্রবার যে পঞ্চায়েত সমিতি দখলের জন্য বিজয় সমাবেশ হল কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরির নেতৃত্বে, রবিবার সেই রানিনগর ২ ব্লক চলে এল তৃণমূলের হাতে। সেখানকার দুই কংগ্রেস সদস্যই হাত ছাড়লেন অধীরের। এক কংগ্রেসি পঞ্চায়েত প্রধানও দল ছেড়েছেন। ঘটনায় হতাশ বহরমপুরের সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তাঁর জয়ী সদস্যদের নিরাপত্তা চেয়েছেন। পাল্টা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

বৃষ্টিতে ভারত-পাক ম্যাচ পণ্ড, ফের আজ

কলম্বো : রবিবার বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। সোমবার রিজার্ভ ডে-তে আয়োজিত হবে ম্যাচের বাকি অংশ। ম্যাচ বন্ধের আগে ২৪.১ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ১৪৭/২। রোহিত শর্মা ৫৬ ও শুভমান গিল ৫৮ রান করেন। ক্রিজে রয়েছেন বিরাট কোহলি (৮ ব্যাটিং) ও কেএল রাহুল (১৭ ব্যাটিং)।